প্রতিপক্ষের হামলায় দু’জনের মৃত্যু আহত ১২

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু-দল গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় সুফিয়া খাতুন (৬০) নামের এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছে। ঘটনাটি গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার ৬নং সারুটিয়া ইউনিয়নরে ভাটবাড়িয়া গ্রামে। নিহত বৃদ্ধা ভাটবাড়িয়া গ্রামের জালাল উদ্দিনের স্ত্রী। এ সময় আরো ৫ জন আহত হয় বলে জানা যায়। ঘটনা সাথে জড়িত সন্দেহে পুলিশ ৩ ব্যক্তিকে আটক করেছে। সংঘর্ষকারীরা স্থানীয় আওয়ামী লীগের কর্মী সমর্থক বলে জানান গ্রামবাসীরা।

স্থানীয়রা জানান, ৬◌ং সারুটিয়া ইউনিয়নে দীর্ঘদিন যাবত বর্তমান ইউপি চেয়ারম্যান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক মাহমুদুল হাসান মামুন ও উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জুলফিকার কায়সার টিপুর মধ্যে বিরোধ চলে আসছে।

এ বিরোধের জের ধরে গ্রামে টিপু সমর্থক আজিবর মেম্বর ও মামুন সমর্থক আফজাল বিশ্বাসের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এ উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে মামুন গ্রুপের সমর্থকরা গতকাল সোমবার ভোরে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে প্রতিপক্ষের বাড়ীতে হামলা চালায়। এ সময় প্রতিপক্ষের হামলায় জালাল উদ্দিনের স্ত্রী সুফিয়া খাতুন ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আহত হন আরো ৫ ব্যক্তি।

ঝিনাইদহ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, ৬নং সারুটিয়া ইউনিয়নের ভাটবাড়িয়া গ্রামে প্রতিপক্ষের হামলায় সুফিয়া খাতুন নামের এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় ৩ ব্যক্তিকে পুলিশ আটক করেছে বলে তিনি জানান। এছাড়াও হত্যা পরবর্তী আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

অপর দিকে, গত বৃহস্পতিবার সকালে প্রতিপক্ষের হামলার শিকার সারুটিয়া ইউনিয়নের বৃত্তিপাড়া গ্রামে হামলার শিকার হয়ে মকলেছুর রহমান ওরফে পাইলট (৫০) নামে আরো এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তি বৃত্তিপাড়া গ্রামের মৃত আনসার খন্দকারের ছেলে। গতকাল সোমবার দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার সকালে সারুটিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান

প্রার্থী জুলফিকার কাইসার টিপুর কর্মী সমর্থকরা বর্তমান চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান মামুনের কর্মীদের বাড়ীতে হামলা চালায়। হামলায় ১৫টি বাড়িঘর ভাংচুর ও ৭ জন আহত হয়। আহতদের শৈলকুপা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে গুরুত্বর আহত মকলেছুর রহমান ওরফে পাইলটকে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার দুপুরে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

সারুটিয়া ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান মামুন জানায়, প্রতিপক্ষ জুলাফিকার কাইসার টিপুর নেতৃত্বে তার লোকজন গত বৃহস্পতিবার সকালে ব্রক্ষ্মপুর, পুরাতন বাখরবা ও বৃত্তিপাড়া গ্রামে হামলা চালায়। হামলায় প্রতিপক্ষরা তার সমর্থকদের ১৫টি বাড়ি ও দোকান এবং মোটসাইকেল ভাংচুর করে। এছাড়াও হামলাকারীরা লুটতরাজ চালায়। হামলাকারীরা মহিলাসহ ৭ জনকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে আহত করে।

আহতদের মধ্যে মকলেছুর রহমান ওরফে পাইলটের অবস্থায় আংশকাজনক হওয়ায় তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে রাখা হয়। সোমবার দুপুরে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন বলে জানা গেছে। মৃত ব্যক্তি বর্তমান চেয়ারম্যান একনিষ্ট কর্মী ছিলেন বলে তিনি দাবী করেন।

তিনি আরো জানান, বৃহস্পতিবারের অতর্কিত হামলার ঘটনায় ৩০ জনকে আসামী করে শৈলকুপা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছিলো।

শৈলকুপা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহাঙ্গীর আলম জানায়, আহত ব্যক্তি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে বলে তিনি খবর পেয়েছেন। লুটপাট ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বৃত্তিপাড়া এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন শিশুর অন্ধত্ব দূরীকরণে আশার

প্রদীপ

শিশুর সুরক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সরকারের বহুমূখী পরিকল্পনার একটি নজির ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন। একটা সময় ছিল যখন শিশুরা সন্ধ্যায় চোখে দেখতে পেত না। বিষয়টাকে মা-বাবা গুরুত্ব দিত না বা খেয়াল করত না। একপর্যায়ে জানতে পারলো তার শিশুকে সময়মতো চিকিৎসা করালে অন্ধত্বে ভুগতে হতো না।

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শিশুর অনাকাঙ্খিত পরিণতি এড়ানোর কথা মাথায় রেখে সরকার শিশুদের জন্য ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন নামে বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবে শিশুদের রাতকানা রোগ হয়। এই ভিটামিনের অভাবজনিত রোগের প্রথম উপসর্গ হলো রাতকানা। এ ধরনের রোগীরা মৃদু আলোতে কম দেখে, সময়মত চিকিৎসা না হলে অন্ধ হয়ে যায়। এসব ছাড়াও ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবে শিশুদের শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, হাম, ডায়রিয়াসহ নানা কারণে মৃত্যুহার বেশি হয়ে থাকে। তাই ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত সমস্যা প্রতিরোধে সরকারিভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বছরে দু’বার জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন হয়ে থাকে। এতে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সি সবশিশুকে একটি নীল রঙের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সি সব শিশুকে একটি করে লাল রঙের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। নীল রঙের ক্যাপসুলের মাত্রা ১ লক্ষ আইইউ (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট) এবং লাল রঙের মাত্রা ২ লক্ষ আইইউ।

(৪-১৭) অক্টোবর “জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন”। টীকাদান ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে দেশের ৬ মাস থেকে ১ বছরের কম বয়সি প্রায় ২৭ লক্ষ শিশুকে নীল রঙের ১টি করে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল এবং ১ বছর থেকে ৫ বছর বয়সি প্রায় ১ কোটি ৯৩ লক্ষ শিশুকে লাল রঙের ১টি করে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। শিশু ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল পাবে। সরকারের লক্ষ্য হলো ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সি শিশুদের মাঝে ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত রাতকানা রোগের প্রাদুর্ভাব এক শতাংশর নিচে নামিয়ে আনা। এছাড়া এসব শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অপুষ্টিজনিত মৃত্যু প্রতিরোধ করা। ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন এর অর্থ হলো শিশুদের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো ছাড়াও এই দিনে মায়েদের মাঝে স্বাস্থ্য বার্তাসমূহ প্রচার করা। যেহেতু ৬ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত শিশুদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ জাতীয় খাবার খাওয়ানো সবক্ষেত্রে নিশ্চিতকরা সম্ভব

হয় না, তাই সম্পূরক ভিটামিন হিসেবে এই ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়ে থাকে। মায়েদের জানা দরকার ভিটামিন ‘এ’ শরীরের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা প্রয়োজন হয় অল্প পরিমাণে। এটা শুধু শিশুদের নয় বড়োদেরও প্রয়োজন। প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার স্থায়ী ইপি আই টিকাদান কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ভিটামিন- ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। স্বাস্থ্যকর্মী প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার এবং স্বাস্থ্যসেবীর সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার।

ভিটামিন ‘এ’ মানবদেহের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি পুষ্টি উপাদান। প্রাণিজ উৎস হিসেবে কলিজা, ডিমের কুসুম, মাখন, পনির, দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদিতে ভিটামিন ‘এ’ রয়েছে। প্রাকৃতিকভাবে মাছের তেলে সবচেয়ে বেশি ভিটামিন ‘এ’ পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ উৎসের মধ্যে সতেজ পাতাবহুল সবজি যেমন- পালং ও মেথিশাক, বাঁধাকপি এবং রঙিন সবজি যেমন গাজর, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি। এ ছাড়া বিভিন্ন ফল যেমন আম, পেঁপে থেকেও আমরা ভিটামিন ‘এ’ পেয়ে থাকি।

সরকার বাস স্ট্যান্ড রেলস্টেশন, লঞ্চঘাট, বিমানবন্দরে, ফেরি ঘাট, ব্রিজ টোল প্লাজা এবং খেয়া ঘাটগুলোতে ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। কর্মসূচির আওতায় ১২টি জেলার ৪২টি উপজেলায় ২৪০ ইউনিয়নের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুদের খুঁজে ক্যাম্পেইনের পরের চার দিন বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। এছাড়াও ক্যাম্পেইনটি সফল করতে মোট ২ লাখ ৮০ হাজার স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ক্যাম্পেইন পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিটি উপজেলা, জেলা এবং সমস্ত কেন্দ্রে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হবে বলে সরকার আশা ব্যক্ত করেছেন।

ভিটামিন ‘এ’ এর প্রধান কাজ দেহবৃদ্ধি এবং দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো। চোখের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক রাখতে ভিটামিন ‘এ’ কাজ করে। ভিটামিন ‘এ’ শিশুদের ম্যালেরিয়া, হাম এবং ডায়রিয়াজনিত জটিলতা কমিয়ে আনে। ডায়রিয়া হলে শিশুর দুর্বলতাসহ শরীরে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি দেখা দেয়। কিন্তু ভিটামিন ‘এ’ ডায়রিয়ার ব্যাপ্তিকাল ও শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি কমায়। দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে এবং চোখের ছানি প্রতিরোধে ভিটামিন ‘এ’ এর ভূমিকা রয়েছে। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে ভিটামিন ‘এ’ দেহের ত্বককে রক্ষা করে। ভিটামিন ‘এ’ ব্রণ, একজিমা, ফোঁড়া এবং ক্ষত সারাতে কাজ করে।

ভিটামিন ‘এ’ এর অভাব পূরণে শিশুদের নিয়মিত ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ

মাছ-মাংস, ফল, শাক-সবজি খাওয়ানো দরকার। শাক-সবজি অবশ্যই ভালো করে ধুয়ে তেল দিয়ে রান্না করতে হবে। শুধু পানি দিয়ে সিদ্ধ করলে ভিটামিন ‘এ’ পাওয়া যাবে না। পরিবারের রান্নায় ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ ভোজ্য তেল ব্যবহার করতে হবে। মা ও শিশুর পুষ্টির জন্য গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের।

- ২-

স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ রঙিন শাক-সবজি এবং হলুদ ফলমূল খাওয়া উচিত। শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিমাণমতো ঘরে তৈরি সুষম খাবার খাওয়াতে হয়। বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও পুষ্টি উপাদানের অভাবে শিশুরা মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগে থাকে। অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুর বৃদ্ধি ধীর গতিতে হয়ে থাকে ও প্রায়ই নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু সরকারের লক্ষ্য হলো আগামী প্রজন্মকে সুস্থ-সবল ও নিরোগ দেহের অধিকারী হিসেবে গড়ে তোলা। আর এ কারণেই ক্যাম্পেইনে পুষ্টি-বার্তা প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার প্রয়াস। প্রতি ৬ মাস অন্তর সরকারের এ কর্মসূচির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত রাতকানা রোগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষা করা গেলেও এটি অব্যাহত রাখতে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় সব ধরনের ভিটামিনযুক্ত খাবার থাকতে হবে।

(৪-১৭) অক্টোবর সকল কেন্দ্র সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। যদি কোনো শিশু গত চার মাসের মধ্যে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খেয়ে থাকে তবে তাকে ক্যাম্পেইনে এ ক্যাপসুল খাওয়ানো যাবে না। ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল ভরাপেটে খাওয়ানো ভালো। এটি খাওয়ানো হলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি নেই। তবে অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের বমি, পেটের পীড়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে, তবে এটা সাময়িক। এ ধরনের সমস্যা হলে শিশু বুকের দুধ ও খাবার স্যালাইন খাবে, প্রয়োজনে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানোর প্রয়াস অব্যাহত থাকুক। অন্ধত্বের হাত থেকে আমাদের সমাজ মুক্ত থাকবে- এ প্রত্যাশা সবার।

ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, কাল অধ্যাদেশ জারি: আইনমন্ত্রী

ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে এ সংক্রান্ত আইনটির একটি সংশোধনী প্রস্তাব নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। আগামীকাল মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে এটি কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।

তিনি বলেন, আগামীকাল (মঙ্গলবার) এটি অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হবে। অর্থাৎ কাল থেকেই এটি আইনে পরিণত হবে। এর আগে এটির আইনি যাচাই (ভেটিং) হবে।

“যেহেতু সংসদ অধিবেশন আপাতত চলমান নেই, তাই সরকার সংশোধিত আইনটি একটি অধ্যাদেশ হিসেবে জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে,” যোগ করেন তিনি।
মন্ত্রী জানান, বিদ্যমান আইনে ধর্ষণের সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন আছে। সেটিকে এখন মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সংশোধনী প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হয়। এর ফলে বিদ্যমান নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় সংশোধনী আনা হবে।

‘বর্বর ও নিকৃষ্ট জীব আমেরিকানদের কাছে নতিস্বীকার করবে না ইরান’

ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির হাতামি বলেছেন, তার দেশকে দুর্বল করে ফেলার জন্য আমেরিকা অর্থনৈতিক

সন্ত্রাসবাদ চালানোর যে নোংরামি ও পাশবিকতা দেখিয়েছে তা এদেশের জনগণ ভুলে যাবে না।

তিনি রবিবার সন্ধ্যায় তেহরানে তার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ইরানের সড়ক ও নগরউন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের এক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন।

ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী তার দেশের জনগণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ইরানি জনগণ এমন সময় কঠোর নিষেধাজ্ঞা মোকাবিলা করছে যখন বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ সহজেই সব ধরনের ওষুধ এবং প্রযুক্তি পেয়ে যাচ্ছে। শত্রুরা ইরানি জনগণকে তাদের মৌলিকতম প্রাকৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছে।

জেনারেল হাতামি বলেন, ইরানি জনগণকে নতিস্বীকারে বাধ্য করার এই প্রচেষ্টা কোনওদিন সফল হবে না। কারণ ইরানি জনগণ জানে এই বর্বর ও নিকৃষ্ট জীবদের কাছে একবার নতিস্বীকার করলে তাদেরকে অপমানিত হতে হবে এবং তাদের অধিকার আরও বেশি পদদলিত হবে।

মার্কিন সরকার ইরানের ১৮টি ব্যাংকের ওপর সম্প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে তাকে তেহরান গণনার মধ্যেই ধরে না বলে জানান দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, ইরানের রফতানি বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়ার লক্ষ্যে এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলেও তা সফল হবে না। সূত্র: প্রেস টিভি

আজ মন্ত্রিসভায় উঠছে ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করার প্রস্তাব

ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করতে সংশোধিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর খসড়া আজ সোমবার (১২ অক্টোবর) মন্ত্রিসভায় তোলা হচ্ছে বলে জানা গেছে। গতকাল রবিবার (১১

অক্টোবর) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনার পর আইন সংশোধন করে ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে এর আগে জানিয়েছিলেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।

করোনাকালে ভার্চ্যুয়ালি মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্যরা অনলাইনে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন। আজও ভার্চ্যুয়াল মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী, ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। দেশে সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি ধর্ষণের ঘটনার পর ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করার দাবিতে শাহবাগ, মতিঝিলসহ রাজধানীর কয়েকটি স্থানে শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ আন্দোলন করছে। দেশের বিভিন্ন স্থানেও একই দাবিতে আন্দোলন হচ্ছে। এর মধ্যে সরকার ধর্ষণের শাস্তি বাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়েছে।

পাপিয়া দম্পতির অস্ত্র মামলার রায় আজ

নরসিংদী জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক শামীমা নুর পাপিয়া ও তার স্বামী মফিজুর রহমান ওরফে সুমন চৌধুরীর বিরুদ্ধে হওয়া অস্ত্র মামলার রায় আজ। দুপুর ২টায় ঢাকার এক নম্বর স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বিচারক কে এম ইমরুল কায়েশ এই রায় ঘোষণা করবেন বলে জানা গেছে।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর মামলার বিচারকাজ শেষে রায়ের এই দিন ধার্য করেছিলেন একই আদালত।

এই মামলার যুক্তিতর্ক উপস্থাপনে গত ২৪ সেপ্টেম্বর আইন অনুযায়ী

আসামিদের সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আর্জি জানান।

এ বিষয়ে ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর তাপস কুমার পাল বলেন, রাষ্ট্রপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া আমরা আইনি যুক্তিগুলোও তুলে ধরেছি। তাই আসামিদের আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই হবে বলে আমরা পূর্ণ আশাবাদী।

সাগরে নিম্নচাপ: আজ দেশের যেসব অঞ্চলে বৃষ্টি ও তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা

দেশের অনেক অঞ্চলে বৃষ্টি হচ্ছে। সাগরে সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপের প্রভাবে এই বৃষ্টি হচ্ছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর।

কিন্তু নিম্নচাপ সত্ত্বেও কয়েকটি অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহ।

সোমবার আবহাওয়া অধিদফতর জানিয়েছে, উত্তর আন্দামান সাগর ও এর আশপাশের এলাকায় সৃষ্টি হওয়া সুস্পষ্ট লঘুচাপটি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে নিন্মচাপে পরিণত হয়েছে। এর প্রভাবে দেশের অনেক অঞ্চলে আজ সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে নিন্মচাপের মধ্যেও দেশের ১১টি জেলার ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায়ও এটি অব্যাহত থাকতে পারে।

দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরগুলোর জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে- খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরকে ১ নম্বর সর্তকতা সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

অধিদফতরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, নিম্নচাপটি বর্তমানে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোসাগর এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আরও ঘণীভূত হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর প্রভাবে আগামী ২৪ ঘণ্টা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু’এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্য এলাকার আকাশ আংশিক মেঘলাসহ প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

এদিকে, গোপালগঞ্জ, রাঙামাটি, চাঁদপুর, শ্রীমঙ্গল, পাবনা, নীলফামারি, মোংলা, সাতক্ষীরা, যশোর, পটুয়াখালী ও ভোলা জেলার ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। এটি কিছু কিছু এলাকায় অব্যাহত থাকতে পারে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

গাংনীতে নিষিদ্ধ জঙ্গী সংগঠন আল্লাহর দল’র দুই সদস্য গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকার ঘোষিত নিষিদ্ধ জঙ্গী সংগঠন আল্লাহর দল’র দুই সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। গত শনিবার বিকাল ৫ টায় পৌর শহরের বাঁশবাড়িয়া বাজার থেকে তাদের গ্রেফতার করে র্যাব ১২ এর সদস্যরা।

র্যাব জানায়, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা গ্রামের মজিরুল ইসলামের ছেলে মহিদুল ইসলাম (৩৪) ও একই গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে পাপন মোল্লা (২৭) গাংনী পৌর এলাকার বাঁশবাড়িয়া বাজারে অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-১২ এর অধিনায়ক লে: কর্ণেল মুহাম্মদ খায়রুল ইসলাম (পিএসসি) এবং সদর কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত কোম্পানী কমান্ডার, (মিডিয়া অফিসার)

সহকারী পুলিশ সুপার মো: এরশাদুর রহমান এর নেতৃত্বে র্যাব সদস্যরা তাদের গ্রেফতার করে। এসময় তাদের কাছ থেকে ০৩টি উগ্রবাদী জিহাদী বই, ১১ টি জিহাদী লিফলেট উদ্ধার করা হয়।

সদর কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত কোম্পানী কমান্ডার, (মিডিয়া অফিসার) সহকারী পুলিশ সুপার মো: এরশাদুর রহমান জানান,গ্রেফতারকৃতরা দীর্ঘদিন যাবত মেহেরপুর জেলায় সরকার ঘোষিত নিষিদ্ধ জঙ্গী সংগঠন “আল্লাহর দল” এর কাজের সাথে লিপ্ত আছে। তারা নতুন সদস্য সংগ্রহ, তাদের মাঝে লিফলেট বিতরণ ও নিয়মিত চাদাঁ প্রদান করে থাকে।

তাদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর জেলার গাংনী থানায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩) এর ৬(২) এর (ই), (ঈ) ১০/১২/১৩ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া উদ্ধারকৃত আলামতসহ তাদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনীতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অনুপ্রেরণার ৪র্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

মেহেরপুরের গাংনীতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অনুপ্রেরণার ৪র্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার দুপুর ২ টায় উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের করমদি পশ্চিমপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে কেককাটা ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অনুপ্রেরণা সংগঠনের সভাপতি আসাদুল্লাহ আল গালিব। এসময় বক্তব্য রাখেন জোতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মতিয়ার রহমান, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মঞ্জুরুল ইসলাম স্বপন, আমিরুল ইসলাম অল্ডাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক সাহাজুল ইসলাম সাজু।

এসময় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অনুপ্রেরণার সহ-সভাপতি রেজবানুল নুল

কাদির, মতিউর রহমান, এম এ লিংকন, এম এন পাভেল, মিনারুল ইসলাম, রাকিবুল ইসলাম কবি, জাহিদ মাহমুদ সহ অনুপ্রেরণা ক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ক্লাবের সদস্যবৃন্দ জানান, অনুপ্রেরণা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই সংগঠনের কর্মীরা অসুস্থ মানুষকে রক্ত দেয়া, করোনা দূর্যোগে অসহায় পরিবারে খাদ্য সামগ্রী দেয়া সহ বিভিন্ন সমাজ সেবা মুলক কর্মকান্ড চলমান রয়েছে।

এ সংগঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সকল শ্রেনী পেশার মানুষের সহযোগিতা কামনা করেছেন অনুপ্রেরণা সংগঠনের সভাপতি আসাদুল্লাহ আল গালিব সহ সদস্য বৃন্দ।

দামুড়হুদায় ৬টি স্বর্ণের বারসহ একজন আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা কুতুবপুর মাঝপাড়ায় অভিযান চালিয়ে ৬টি র্স্বণের বারসহ কলিম উদ্দিন নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে বিজিবি।

গতকাল সকাল সাড়ে ৭টার দিকে এ অভিযান চালানো হয়।

বিজিবি জানায়, বিভিন্ন সূত্র মারফত বিশেষ তথ্যের ভিত্ততে জানা যায় যে, স্বর্ণ চোরাকারবারীগণ সীমান্ত এলাকায় আগমন করে অভিনব কায়দায় পেটের মধ্যে স্বর্ণ বহন করছে বা স্বর্ণ চোরাচালান করতে পারে।

সেই তথ্যের ভিত্তিতে মুন্সিপুর বিওপির টহল দল স্বর্ণ চোরাকারবারী মোঃ কলিম উদ্দিন (৩৮) নামে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়। পরে তাকে ব্যক্তিকে তল্লাসী করলে তার মলদ্বার হতে ০৬টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত ০৬টি স্বর্ণের বারের ওজন-৬৬৮ গ্রাম (৫৭ ভরি ০৫ আনা), যার বর্তমান বাজার মূল্য-৩৯ লক্ষ ৫৪ হাজার পাঁচশত বাষট্টি টাকা।

আটককৃত স্বর্ণের বারসহ আসামী মোঃ কলিম উদ্দিন দামুরহুদা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।